লেজের আমি, লেজের তুমি, লেজ দিয়ে ...

উত্তরায়ণ দেব

[৮ই জানুয়ারি ২০০৬, আনন্দবাজার পত্রিকা-র রবিবাসরীয়-তে প্রকাশিত]

জীববিজ্ঞানের ব্যাখা অনুযায়ী, জীবের দেহে যে প্রত্যঙ্গটি জীবের কোন কাজে লাগে না প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সেই প্রত্যঙ্গটি ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। আর এই করেই আমরা মানব কূল আমাদের লেজটি খুঁইয়েছি। শুধু শরীর থেকে নয়, দীর্ঘ দিন না দেখে দেখে আমাদের মস্তিষ্ক থেকেও এর অস্তীত্বের অবলুপ্তি ঘটেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের লেজ যেন এক ইতিহাস। যেমন তারা বই পরে জানতে পারে যে এক সময় ভারতবর্ষে শাহজাহান নামে একজন মুঘল সম্রাট ছিলেন, সেই রকম জীববিজ্ঞান বই পরে জানতে পারে যে বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে মানুষকে ঐ লেজের মূল্য দিতে হয়েছে, না হলে আমাদেরও লেজ ছিল। শাহজাহান তবু নিরাপদ, তার অমোঘ সৃষ্টি তাজমহল তার অতীত অস্তীত্বের জানান দেয়, কিন্তু মানব দেহে লেজের জায়গায় এখনও সামান্য উঁচু হয়ে থাকা হাড়টা (অনেকেই হয়ত খুঁজেও পাবেন না) আর বেশি দিন লেজের অতীত অস্তীত্ব জানান দেবে বলে মনে হয় না। তারপর শুধু হাতিয়েই যাও, কিছুই পাবে না।

দাঁত পরে যাবার পর যেমন মানুষ তার মর্ম বোঝে, অসহ্য গরমে লোডশেডিং হয়ে গেলে যেমন কারেন্টের মূল্য বোঝা যায়, ঠিক সেই রকমই আমরা আমাদের লেজ হারিয়ে আমরা যে কি অসম্ভব প্রয়োজনীয় এক অবৈতনীক সহকারিকে হারিয়েছি, সেই ভাবনাটিকে খানিক উস্কে দিতেই এই লেখার আয়োজন। আজকের এই বিশ্বায়নের যুগেও আমাদের এই লেজ আমাদের আর্থিক, সামাজিক, ধর্মীও, সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সাথে সর্বোপরি আমাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে থাকত ঃ

সামাজিক ঃ প্রতি মুহুর্তে দুই হাতের সঙ্গেই তার সখ্যতা হোত বেশী । কারন নানাবিধ কাজে সে হাতের সহকারির ভূমিকা নিয়ে নিত। সব কাজেই হাতকে একটু হাতে হাতে বা লেজে লেজে সাহায্য করবার মত। তবে স্বাভাবিক ভাবেই সামাজিক নিয়ম কানুনও তার ওপর আরোপিত থাকত। যেমন-

- কাউকে ইশারায় লেজ দিয়ে ডাকতে যতই সুবিধে হোক না কেন, ছোটরা কখনই বড়দের লেজের ইশারায় ডাকতে পারতো না, তাহলে বড়দের অপমান তুল্য হোত সেটা।
- বড়দের লেজে ছোটদের লেজ বা পা লেগে যাওয়াটাও বড়দের গায়ে পা লেগে যাবার মতই অন্যায়ের হোত।
- শুধু বড়দের পা ছুঁয়ে প্রণামই যথেষ্ট হোত না, বড়দের লেজ নিয়ে মাথায় ঠেকানো মানে তাকে অত্যন্ত সম্মান জানান হোত সেটা।
- কোন মন্ত্রী বা সম্মানিত ব্যাক্তির সামনে লেজ উঁচু করে কথা বলা মানে, তা হোত এক গর্হিত অপরাধ।
- বয়োজ্যেষ্ঠ কাউকে পথ দিয়ে আসতে দেখে নিজের লেজ নামিয়ে না নেওয়ার অর্থ, এচোঁরে পেকে যাওয়া বা বাচালতার লক্ষ্যন।
- স্বাভাবিক আকৃতির নিয়ম মেনে, শরীরে একটা বের দিয়ে লেজের ডগা দিয়ে লেজের গোড়া ছুঁতে পারা মানে প্রাপ্তবয়স্ক প্রমান হওয়া।
- বিবাহিত মহিলা চেনা যায় হাতে শাখা বা কপালে সিঁদুর দেখে, বিবাহিত পুরুষদের পোয়া বারো, চেনবার বা জানবার কোন উপায় নেই। আজীবন কার্ত্তিক সেজে মেরে যাও। তবে লেজ থাকলে মেয়েদের ঠকবার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যেত। কারন বিবাহিত পুরুষদের বিষয়ে সামাজিক বিধানই তখন এটা হোত যে বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় কনেকে সিঁদুর পরাবার পাশাপাশি সদ্য বিবাহিতা তার স্বামির লেজের ডগায় একটি ধাতব রিং পরিয়ে দিত। পথে চলতে ফিরতে লেজের ডগায় ঐ রিংটিই হয়ে যেত বিবাহিত পুরুষের পরিচয় পত্র। (অবশ্য অনেকেই প্রয়োজনে সাময়ীক রিংটি খুলে নিয়ে .....।)

- বিয়ের ছাদনা তলায় পুরুত ঠাকুর যখন বর ও বউয়ের লেজে লেজে গিঁট বেঁধে দিতেন একমাত্র তখনই উলু ধ্বনি ও শাঁখ বেজে উঠত, জানা যেত যে বিয়ে সম্পূর্ণ হোল।
- সামাজিক সংস্কারের নিয়ম মেনে, মা ও বোনেরা মাসের নির্দিষ্ট চারটে দিনে পূজোআর্চা করা বা অলংকার পরা থেকে বিরত থাকে। অন্যদিকে পরিবারে কেউ মারা গেলে পরিবারের বাকি সদস্যদের অশৌচ পালন করতে হয়। সামাজিক অনুশাসনই হোত যে উভয় ক্ষেত্রেই ওই কয়টি দিন লেজে একটি গিঁট বেঁধে রাখতে হবে।

ধর্মীয় ঃ মানবকূলকে নিয়ন্ত্রনে রাখতেই ধর্মের আবির্ভাব। তাই জীবন যাপনের প্রতিটি পর্যায়ে নানাবিধ ধর্মীয় অনুশাসন। লেজেরও এর হাত থেকে নিস্কৃতি হোত না। যেমন–

- ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বা বিশপ বা মৌলবি স্থানিয় লোকেরা তাদের লেজের ডগায় নির্দিষ্ট রঙের সুতো বা বকলেস জাতীয় কিছু বেঁধে রেখে সর্বদা নিজের পরিচয় বহন করতো।
- ধর্মীয় কাজ কর্মে লেজের কোন স্থান নেই। পূজা উপকরনে লেজ ঠেকে যাওয়া পা ঠেকে যাওয়ার মতই অপরাধের হোত। প্রয়োজন পড়ত আবার ক্ষেত্রটিকে শোধন করবার।
- পুজার আরতি কালে একমাত্র পুরুত ঠাকুরের সুবিধের জন্যই নিয়ম একটু শিথিল থাকতো, তিনি দুহাত দিয়ে অন্য সামগ্রী নিয়ে আরতি করবার সময়, অনবরত লেজ দিয়ে ঘন্টাটি বাজাতে পারতেন।
- পুরুত মশাই লেজের ডগা দিয়ে পূজার টিপ পরিয়ে, মাথায় লেজ ঠেকিয়ে দেওয়া মানে তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় হোত।
- ধর্মীয় অনুশাসনের নিয়ম মেনে সমাজের একমাত্র উচ্চ বর্ণের লোকেদেরই লেজ উঁচু করে চলবার অধিকার থাকতো, নিম্ন বর্ণের লোকেদের চলতে হোত সর্বদা লেজ নীচু করে।
- মঠ, মিশনের সদস্য–সদস্যা, সাধু, সন্নাসীদের লেজ হোত আগাগোড়া গেরুয়া বা সাদা মোজা জাতীয় কাপড়ে মোড়া।

সাংস্কৃতিক ঃ সারা বিশ্বে মানুষের চেহারার বিভিন্নতার মতই লেজেও বিভিন্নতা থাকতো। মোটা বা সরু, অতি লোমশ বা সামান্য লোমশ বা লোমহীন, লম্বা বা ছোট, বলিষ্ঠ বা দূর্বল, সুন্দর বা কদাকার ইত্যাদি। এই লেজ দেখেই কোন্ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের লোক তার একটা প্রাথমিক ধারনা পাওয়া যেত। যেমন–

- সম্প্রদায় বিশেষে লেজের মধ্যে আঁকিবুকি কাটা, কোন কোন অঞ্চলে লেজে নানা রকম ধাতব দ্রব্য ঝুলিয়ে রাখা, কোথাওবা লেজের লোমগুলোকে নানা নকশায় ছেঁটে রাখা, লেজ সঞ্চালন বা নাড়াচাড়ার নিজস্ব বৈশিষ্ঠ ইত্যাদি দেখে এক সম্প্রদায়ের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের পৃথকি করন করা হোত।
- উন্নত প্রযুক্তির যুগে এসে আজ প্রযুক্তির শীর্ষে থাকা দেশগুলো লেজকে এরিয়াল বা অ্যানটেনার পরিপূরক হিসেবে, মহাকাশের স্যাটেলাইটের সাথে সরাসরি সংযোগ ঘটাবার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো সন্দেহ নেই। ইন্টারনেট সংযোগ বা মোবাইল সংযোগ নেবার মতই ইচ্ছুক ব্যাক্তিকে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করবার পর এইক্ষেত্রে একটি ডাক্তারি পরিক্ষায় বসতে হোত, কারন সে ক্ষেত্রে সংযোগ সাধনের জন্য লেজের গোড়ায় একটি মাইক্রো চিপস্ ছোট্ট একটু অপারেশনের মাধ্যমে ধুকিয়ে দেওয়া হোত। নির্দিষ্ট ওয়েভ তরঙ্গের সাথে মিলিয়ে সেই বরাবর লেজের ডগা ঘোরালেই সাথে সাথে সরাসরি স্যাটেলাইট সংযোগ।
- প্রসাধনের ক্ষেত্রে পুরুষদের তেমন সুবিধে না হলেও, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রসাধনি কোম্পানির প্রতিযোগীতা লেগেই থাকত। আপনার লেজটি আরও সুন্দর করতে এই মাখুন বা ওমুকটা খান বা তমুকটা করুন ইত্যাদি গোছের বিজ্ঞাপনে ছেয়ে যেত চারদিক। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এই ব্যাপারেও এগিয়ে থাকতো, কারন তারা তাদের আর্থিক বলে বিভিন্ন জায়গায় "ফ্রি টেইল চেকাপ ক্যাম্প" বসিয়ে মেয়েদের নানা রকম লেজোপযোগী উপহার সামগ্রী বিতরন করতো বিনামূল্যে। (আর তখন নতুন সাজে সেজে, সুবিধে হোত ছেলেদের লেজে খেলানো।)
- বিউটি কনটেস্টে অবশ্যই থাকতো একটি রাউন্ড, যার নাম হোত "বেস্ট টেইল"।

- অলংকারের জগতে নারীর লেজের অনেকটা লম্বা জায়গা জুড়ে শোভা পেত নানাবিধ গয়না। লেজে অলংকার বেধে স্বল্প পোষাকে মিষ্টি হেসে সুন্দরি মডেলেরা বিজ্ঞাপনে পোজ দিত, লেজ বাগিয়ে।

ক্রীড়া ঃ ক্রীড়া জগতে লেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত। লেজ কেন্দ্রিক নানা রকম খেলার প্রচলন হোত এবং প্রচলিত জনপ্রীয় খেলাগুলোর নিয়ম কানুনের ক্ষেত্রে জেলের একটি বিরাট ভূমিকা থাকতো। যেমন–

- পেছন ফিরে লেজ দিয়ে কোন লক্ষ্য স্থাপন বা পেছন ফিরে লেজ দিয়ে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি।
- "কাপল গেম" জাতীয় খেলার ক্ষেত্রে পেছন ফিরে লেজ দিয়ে সকলের মধ্যে থেকে নিজের সঙ্গিকে খুঁজে বের করা, একটি অত্যন্ত হাসির ও মজার খেলা হতো সন্দেহ নেই।
- অলিম্পিকে একটি খেলা নিশ্চই থাকতো, তাহোল লেজ দিয়ে ভারত্তোলন। সে ক্ষেত্রে হাত দুটো থাকতো বুকে বা মাথার ওপর। (বিহার রাজ্যের দৌলতে এই খেলায়, ভারতে যে কোন একটি পদক অবশ্যই আসতো।)
- প্রচলিত খেলা গুলোর মধ্যে ফুটবল বা হকির ক্ষেত্রে গোলকিপার ছাড়া কেউ লেজ দিয়ে বল ছুঁতে পারবে না। লেজে বল লাগলেই হয়ে যাবে "টেইল বল" ও বিপক্ষ পেয়ে যাবে ফ্রি কিক্।
- ক্রিকেটের ক্ষেত্রে প্রথম দশ ওভার পর্যন্ত উইকেট কিপার ছাড়া অন্যকোন ফিল্ডার লেজ দিয়ে বল ছুঁতে পারবে না, সে ক্ষেত্রে ফিল্ডারের লেজে বল লেগে গেলে ব্যাটিংকারি বিপক্ষ দল পেয়ে যাবে এক রান। আবার অন্য দিকে ক্রিজের ভিতর ব্যাটস্ম্যানের লেজে বল লাগলে TBW অর্থাৎ "টেইল বিফোর উইকেট" এর দায়ে ব্যাটস্ম্যান আউট।

শিল্প ঃ শিল্পচর্চায় লেজের অবদান হোত অনস্বীকার্য। বিভিন্ন শিল্পে লেজের ভূমিকা হোত স্বতন্ত্র। যেমন–

- অঙ্কন শিল্পে লেজের ভূমিকা হোত অগ্রগন্য, কারন লেজের ডগা দিয়ে ছবি আঁকা পৃথক একটি শিল্পকলা নৈপুন্যের জন্ম দিত। হাত দিয়ে স্কেচ করবার পাশাপাশি, লেজ দিয়ে ছবিতে রঙ ভরা, ছবি আঁকার গতিকে ত্বরান্বিত করতো।
- হারমনিয়ম বাজিয়ে গায়কের রেওয়াজের সময় তাল রাখবার জন্য অন্য কাউকে দরকার হোত না, নিজের লেজের ডগায় ছোট্ট একটি ঘুঙুর বেঁধে মাটিতে তাল ঠুকে ঠুকে, সাবলিলভাবে রেওয়াজ করতে পারতেন।
- কবি ও গীতিকারের লেখায় নারীর রুপের বর্ননায় বারবারই চলে আসতো নারীর লেজের গুনগান ঃ– "*তোমার নীল দোপাটি চোখ, শ্বেত দোপাটি হাসি, আর ডাগর ডোগর লেজটি তোমার ধরতে ভালোবাসি*" অথবা "*চুল তার কবে কার অন্ধকার বিদিশার দিশা, লেজে তার ময়ুরের কারুকার্য*" ইত্যাদি।
- সিনেমার পর্দায় নির্দিষ্ট ষ্টাইলে লেজ নাড়া বা লেজ সঞ্চালন হোত এক একজন হিরোর নিজস্ব ম্যানারিজম। (যেমন– দেবানন্দ, রজনিকান্ত প্রমুখ)।
- বলুনতো কে? অর্থাৎ লেজের ছবি দেখে হিরো বা হিরোয়ীন চেনা নিয়ে হোত, "ফটো কুইজ"।

জীবিকা ঃ জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নানাবিধ পেশায় অনেকেরই নিজের লেজটি, নিজের কাজে সাহায্য করবার জন্য এক ২৪ ঘন্টার বিনে পয়সার সহকারির ভূমিকা নিত (এই সহকারিটি খেতেও চায় না, ইউনিয়নও করে না)। যেমন–

- কুরিয়ার ডেলিভারি ম্যানের হাতে বড় কোন পার্সেল থাকলে বেচারার বড়ই অসুবিধে, পার্সেল মাটিতে নামিয়েও সব সময় রাখা যায় না, দরজার বেল টেপা তখন দায় হয়ে যায়। সহকারি লেজটি থাকলে, বেল টেপার কাজটা সহজেই হয়ে যেত।
- রাইফেল থেকে গুলি বেরিয়ে যাবার সময় একটা জোর ধাক্কা দেয়, ফলে অনেক সময়ই নিশানা ফস্কে যায়, ফলে আখেরে গুলি বেশী খরচ হয়। দুহাতের দশ আঙুল দিয়ে রাইফেল ভাল করে ধরে, শুধু লেজ দিয়ে ট্রিগার দাবার কাজটি করলে রাইফেলের ধাক্কা অনেকটা সামলানো যেতো, ফলে নিশানা সঠিক হোত, গুলির অপচয় কম হোত, সামরিক খাতে খরচ যেত কমে, আখেরে দেশের অর্থনিতিতে এর ভালো প্রভাব পড়তো।

- রুগি দেখবার সময় ডাক্তারবাবু অনেক তাড়াতাড়ি রুগি দেখতে পারতেন, কারন রুগিকে পরিক্ষা করতে করতে বার বার রুগির পাল্‌স দেখবার দরকার পড়ত না। নিজের লেজটি রুগির হাতের কব্জিতে পেঁচিয়ে রেখে রুগির পাল্‌স দেখতে দেখতে বাকি অন্য পরিক্ষাগুলো একই সাথে করতে পারতেন।
- মাটির পাত্র গড়বার সময় কুমোরের চাকাটা অনবরত ঘোরাতে অনেক কুমোর মোটর লাগিয়ে নেয় চাকার গোড়ায়, যাদের সে সামর্থ নেই তারা হাতের লাঠি দিয়েই মাঝে মাঝে ঘোরায়, ফলে কাজের গতি যায় কমে। ভাবুন সহকারি লেজটি থাকলে চাকাটিকে অনবরত ঘুরিয়ে যেত, মোটর বা বিদ্যুত খরচ যেত বেঁচে, অল্প সময়ে প্রোডাকশন্‌ হোত বেশী, কুমোরের আয় যেত বেড়ে, মাটির পাত্রের দাম কিছুটা কমতো।
- ষ্টেশনে কুলির মাথায় প্রচুর লাগেজের মধ্যে প্রায়শই থাকে চাকা লাগানো বড় বড় সুটকেস, ওই বড় সুটকেস মাথায় বইতে বেচারির হালত খুবই খারাপ হয়ে যায় এবং সেটা কখনও কখনও দেখতে খুবই অমানবিক লাগে। অ্যাসিসটেন্ট লেজটি থাকলে, চাকা দেওয়া সুটকেসকে পেছন পেছন সহজেই টেনে টেনে নিয়ে যেতে পারতো। বরং একজন কুলি অনেক বেশী মাল বইতে পারতো মাথায়, ফলে আয় হোত বেশী। সমাজের নীচু তলার লোকেদের আয় বেড়ে যাওয়াটা, কোন দেশের সুদৃঢ় অর্থনীতির পরিচয়।
- অত্যধিক গরমে অফিস-আদালতে কাজের গতি একটু শ্লথ হয়ে যায়। দুহাত দিয়ে কাজ করতে করতে নিজের লেজে একটি হাত পাখা, সরি লেজ পাখা লাগিয়ে নিলে গরম অনেকটাই কম বোধ হোত, ফলে কাজের গতি যেত বেড়ে। কাজের লোকেদের আরামে কাজ করবার উপায় থাকলে অজুহাত যেত কমে, দেশের উন্নতির গতি তড়তড়িয়ে আগে চলতো।
- টেলিভিশন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিক একাই কোন টিভি সাক্ষাৎকার নিতে পারতেন। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে তাতে চোখ লাগিয়ে উল্টোদিকের ব্যাক্তিকে প্রশ্ন করে যেতেন, সহকারি লেজটির দায়ীত্ব হোত ব্যাক্তিটির মুখের সামনে মাইক্রোফোনটি বাগিয়ে ধরা। শত ধাক্কা ধাক্কিতেও টোটাল সেটাপের নড়চড় হোত না।

প্রশাসন ঃ প্রশাসনিক কাজ কর্মের অনেকটাই তখন লেজে জড়িয়ে থাকতো। লেজহীন প্রশাসন ভাবাই যেত না। সবেতেই লেজ তখন লেজুড়। যেমন-

- দুই রাস্ট্র নায়কের কোন সন্ধি চুক্তি বা বানিজ্যিক চুক্তির স্বাক্ষরের শেষে ফাইল বিনিময়ের পর সাংবাদিকদের ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে তাদের করমর্দনই যথেষ্ট হোত না, উভয়ে পেছন ফিরে লেজে লেজ মেলানো বা লেজমর্দন, দুই দেশের সৌভ্রাতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করতো নিঃসন্দেহে।
- অপরাধির সংখ্যা কমে যেত দেশে। আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো লোকেদের মধ্যে কে বা কারা কত বার জেল ফেরত জানার উপায় নেই। লেজ থাকলে তা হোত না। প্রশাসন তখন অবশ্যই ঠিক করতো, যে একই অপরাধে তিন বার জেলে ঢুকবে, তার লেজের হাফ ফুট কেটে নেওয়া হবে। কাটা লেজ নিয়ে ঘুরতে অপরাধির লজ্জা হোত, কারন আইন অনুযায়ী লেজ ভেতরে নিয়ে ঘোরাটা আরও অপরাধ। তিন বার লেজ কাটবার ঘটনা ঘটলে, চরম শাস্তি হিসেবে সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ লেজটাই কেটে নেওয়া হবে (অবশ্য তিন তিনবার লেজ কেটে নেবার পর, এমনিতেই লেজে আর কিছু অবশিষ্ট থাকতো কিনা সন্দেহ)।
- নতুন নিয়মে আদালত চত্বরে কোন অপরাধিকে হাতকড়া বা কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া বারন। ফলে পুলিশকে সব সময় সচেতন থাকতে হয়, কয়েদি পালিয়ে না যায়। লেজ থাকলে একজন পুলিশ দু হাতে অনেক কয়েদিকে একসাথে নিয়ে যেতে পারতো, শুধু তাদের লেজগুলোকে পেছন পেছন ধরে রেখে। ফলে চট করে কেউ কিছু বুঝতেও পারতো না।
- নির্বাচন হোত অবাধে। কারন আঙুলের কালি মুছে কেউ দুবার ভোট দেবার সুযোগ পেত না। কারন তখন নিয়ম হোত আঙুলের নখে কালি দেওয়া নয়, ভোটদান কালে লেজের ডগার নির্দিষ্ট অংশের খানিকটা লোম, প্রিসাইডিং অফিসার চেঁছে দিতেন। ফলে লেজের ডগা দেখেই বোঝা যেত যে খানিক আগে একবার ভোট মেরেছে কিনা।

- পুলিশে বা সেনা বিভাগে প্রার্থী বাছাইয়ের সময় শারীরিক যোগ্যতার মাপকাঠি নির্নয়ে, লেজের আকৃতি-প্রকৃতির অবশ্যই বিরাট ভূমিকা থাকতো।

প্রেম ঃ লেজ ছাড়া প্রেম সে আবার হয় নাকি। প্রেমের শুরু থেকে শেষ অবধি লেজ আমাদের সঙ্গি। না না তাকে "*কাবাবমে হাড্ডি*"ভাববার কোন কারন নেই। এখানেও সে সহকারি, তবে একটু অন্য রকম, খানিকটা সখি গোছের। যেমন-

- কোন সুন্দরি মেয়ের সাথে চোখাচুখি হতেই নিজের লেজটা একবার নাড়িয়ে দাও, দেখা দেখি মেয়েটি যদি কিছু না করে তাহলে বুঝতে হবে যে মিস্ ফায়ার, আর যদি সেই সুন্দরি মুচকি হেসে নিজের লেজটি পাল্টা নাড়িয়ে দেয় তাহলেই বাজিমাত, আর তখন মার গুড় দিয়ে রুটি, ইয়াহ্ .....!!!
- পার্কে বা গাছের কোনে প্রেমে সর্বদা সঙ্গি আমাদের ছাতা। খুব সুন্দর আড়ালের কাজ করে। কিন্তু অনেক অসুবিধে, কারন আসল কর্মি হাত ছাতা ধরতেই ব্যস্ত থাকে। ছাতাটা লেজকে ধরতে দিলে, হাত খানিকটা রিলিফ পায়, আর তারপর ..... "ব্রক্ষ্মা জানেন, গোপন কম্‌মোটি" !!!
- সেক্স চর্চায় ফোরপ্লে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর, কামসূত্রেই এর বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সারা শরীরে লোমশ লেজের কোমল আবেশ, সেক্সের আবেগ ও উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলতো তথা সুখকর করে তুলতো। আর তারপর ..... "ব্রক্ষ্মা জানেন" !!!
- সেক্সের বিষয়ে একাকিনী বা অপরিতৃপ্তা নারীরা অনেক বেশী আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারতেন, কিভাবে? "ব্রক্ষ্মা জানেন" .....!!!

অন্যান্য ঃ নাম জানা বা নাম না জানা এই রকম অনেক কিছুর উপরেই লেজের প্রভাব অবধারিতভাবেই পড়ত। লিখতে বা পড়তে বসলে লেজ লম্বা হয়ে
যাবে। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ না করে পারছি না। যেমন-

- মেলায় বা ভিড়ে বাচ্চা হারিয়ে যাওয়াটা একটা রোজকার ঘটনা। লেজ থাকলে সেটা হোত না, বাচ্চারা মায়ের বা বাবার লেজ ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো।
- অন্ধ লোকেরা আরও আত্মনির্ভর হয়ে উঠত, কারন হাতের লাঠির বদলে নিজের লেজটি তাকে পথ চলতে সাহায্য করতো।
- হাতের উল বোনা বা বই পড়া চালিয়ে যেতে যেতেই নতুন মায়েরা ঘুমন্ত বাচ্চার দেখাশুনা করতে পারতেন। হাত ব্যস্ত,তাতে কি হয়েছে, লেজ দিয়ে বাচ্চাকে থাপিয়ে যাও নয়ত দোলা দুলিয়ে যাও।
- কোন ব্যাক্তির লেজ মাটিতে ছুঁয়ে থাকা মানেই বুঝে নিতে হবে যে, ব্যাক্তিটি হয় অসুস্থ নয়ত অন্যমনষ্ক।
- মিছিলে আমাদের যেন জন্মগত অধিকার (কে দিল কে জানে)। কিন্তু আমাদের প্রায় মিছিলই সু-সংহত, সু-সংবদ্ধ তথা সু-শৃঙ্খল নয়। মিছিলের মুভমেন্টে প্রায়শই ছানা কেটে যায়। লেজ থাকলে তা হোত না। মিছিলে প্রত্যেকে সামনের জনের লেজের ডগাটা ধরে চললে প্রত্যেকের দূরত্বও সমান থাকত, কেউ মিছিল থেকে কেটে পড়তে পারত না, সর্বোপরি পথচারিদের টাইট দেওয়া যেত, কারন যত্রতত্র চলমান মিছিলের মাঝখান দিয়ে কেউ রাস্তা পারাপার করতে পারতো না।
- জাতীয়তা বোধ আরও ফেটে ফেটে পড়ত। কারন ২৬শে জানুয়ারি রাজপথে কুচকাওয়াজের সময় সেনার দুহাত শরীরের দু পাশে লেফট-রাইটের সাথে তাল মেলাত, কোন সেনা দলের হাতে ধরা থাকত বন্দুক, ট্যাবলো প্রদর্শনকারিরা নাচের ভঙ্গিতে চলতে থাকত এক ছন্দে ও সুরে। কিন্তু প্রত্যেকের লেজেই ধরে থাকা লাঠির ডগায়, পতপত করে উড়ত ছোট ছোট জাতীয় পতাকা। আহা, মেরা ভারত মহান।
- এই যে লেখাটি পড়ছেন, ঠিক এই সময় হঠাৎ পায়ে মশা কামড়ালে বা পিঠটা চুলকোতে ইচ্ছে করলে কি করবেন? অবশ্যই আগে এই পড়াটা থামাতে হবে। পাশাপাশি ভাবুনতো লেজটা থাকলে কি সুবিধেটাই না হোত।

পড়া না থামিয়েই লেজটা পা বড়াবড় আন্দাজ করে সপাটে চালাও বা পোষাকের ফাঁক দিয়ে একটু পিঠে রগরে নাও।

মন্দদিক ঃ সবকিছুরই ভাল এবং মন্দ থাকে। লেজের পরিধিও এর বাইরে নয়। কিছু ব্যাপার একেবারে লেজে গোবরে হয়ে যেতই। যেমন–

- শিক্ষা ব্যাবস্থার মান যেত কমে। পড়াশুনা না করে সবাই একবারে পরিক্ষার হলে মেরে দিতে চাইত। কারন স্কুল কলেজে পরিক্ষার হলে টোকাটুকির হাড় যেত বেড়ে। বেঞ্চের তলা দিয়ে লেজে লেজে চিরকুট কে যে কখন কাকে পাস করে দিচ্ছে পরিক্ষক বুঝতেই হিমসিম খেয়ে যেতেন।
- রোজের খবরের কাগজে কিছু খবর রোজই দেখা যেত। পাবলিক গনধোলাই দিয়ে ডাকাতের বা চোরের লেজ কেটে নিয়েছে, অমুক গোষ্ঠি তমুক গোষ্ঠির লোকেদের গনলেজ কাটাই করেছে, দুই দলের সংঘর্ষে প্রচুর লেজ কাটা পড়েছে, গোপনে খবর পেয়ে ষ্টেশনে হানা দিয়ে পুলিশ প্রচুর বস্তা বোঝাই কাটা লেজ উদ্ধার করেছে , প্রকাশ্য দিবালোকে অফিস পাড়া চত্বরে পথে কাটা লেজ পড়ে থাকতে দেখা গেছে, পুলিশ কুকুর লেজের প্রকৃত মালিকের সন্ধান করছে ইত্যাদি। ফলে বিমা কোম্পানি গুলো নিজেদের ব্যবসার ঝুঁকি কমাতে মানুষের সারা শরীর বিমার আওতায় আনলেও, তাদের তালিকা থেকে লেজ কে অবশ্যই বাদ রাখতেন। অতএব, লেজ নিজ দায়িত্বে।
- পাগলের বিড়ম্বনা যেত বেড়ে। বিচ্ছু ছেলের দল ঘুমিয়ে থাকা পাগলের লেজে পটকা বা বেড়াল– কুকুরছানা বা পার্কিংয়ে দাড়িয়ে থাকা গাড়ির বনেট বেঁধে দিত। বেচারা পাগলের তখন আরও পাগল পাগল অবস্থা।
- দিন রাতের হিসেব তথা পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হয়ে যেত। কারন সমস্ত মানব কূলের লেজের ওজনে ঘুর্ণায়মান পৃথিবীর গতি যেত কমে। অতএব আস্তিকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচুন, কারন ভগবান যা করেন বোধহয় ভালোর জন্যই করেন।

..... এবারে কানের পালা। কারন জীব বিজ্ঞান বলছে বাহ্যিক অব্যবহারের ফলে আমাদের কানের বাইরের অংশটির ক্রমে অবলুপ্তি ঘটবে এবং ঘটছেও। অতএব সে দিন বেশী দেরি নেই, যেই দিন আমাদের কানের সাথে সাথে একটি প্রবচনও অবলুপ্ত হয়ে যাবে যে, *কান টানলে মাথা আসে* !!!

****

উত্তরায়ণ দেব
১৩/১১/২০০৫, কলকাতা